ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর দারিদ্র্য ও বৈষম্যসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ লক্ষে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি অগ্রাধিকারভুক্ত পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত। এ ছাড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার হওয়ায় দুঃস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি অন্যতম, যা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) নামে পরিচিত ছিল। ইতোপূর্বে ভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব, অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণে সুশাসন-সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হলেও দুঃস্থ নারীদের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জনসংশ্লিষ্ট শর্তাবলি কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে, এ নিয়ে মাঠপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে টিআইবি সর্বপ্রথম ২০১৫ সালে নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই বাছাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার উদ্দেশ্য উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। টিআইবির অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যগণ বিগত তিন চক্রে (২০১৯ থেকে ২০২০, ২০২১ থেকে ২০২২ ও ২০২৩ থেকে ২০২৪) সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলায় তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। এ পর্যালোচনা প্রতিবেদনে বিগত তিনটি চক্রের যাচাই-বাছাই এর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তাবলি-সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা; টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের কার্যকরতা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নীতিনির্ধারণী ও দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা। গবেষণার পরিধিতে বিগত তিন বছরে/চক্রে (২০১৯ থেকে ২০২০, ২০২১ থেকে ২০২২ ও ২০২৩ থেকে ২০২৪) ভিজিডি/ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে দুঃস্থ নারীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি চক্রে সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি মূলত পরিমাণগত পর্যালোচনা প্রতিবেদন, যেখানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সনাক কর্তৃক পরিচালিত ভিডব্লিউবি/ভিজিডির উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ের তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণার তথ্যের উৎস হলো– সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন, পরিপত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর পর্যালোচনা এবং টিআইবি কর্তৃক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

টিআইবির অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যগণ বিগত তিন চক্রে (২০১৯ থেকে ২০২০, ২০২১ থেকে ২০২২ ও ২০২৩ থেকে ২০২৪) সর্বমোট ১০১টি উপজেলায় তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গবেষণা-পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত সাধারণ বৈশিষ্ট্য– তথ্যের নির্ভুলতা, নির্ভরশীলতা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিতে সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণাটিতে উপকারভোগীর তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া; উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ব্যত্যয় বা চ্যালেঞ্জ; উপকারভোগী নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণ-সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা; টিআইবি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাইয়ে ত্রুটি ও সংশোধন এবং বিভিন্ন চক্রের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাবসহ ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসনের ঘাটতি মোকাবিলায় সুপারিশসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

সনাকের সহায়তায় ইয়েস সদস্যগণ কর্তৃক তিনটি চক্রে সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের সর্বমোট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১ হাজার ৯ শত ৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমান তালিকার ৮ হাজার ৯ শত ৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিন চক্রে উপকারভোগী তালিকার যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের হার সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক ২০২৩-২০২৪ চক্রে (৯২.৬১ শতাংশ)। তবে তালিকাভুক্তির দুইটি অযোগ্যতার শর্তের মধ্যে 'পূর্বের একটি/দুইটি চক্রে একই সুবিধা পাওয়া' শর্তটি অনেকক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়নি। বর্তমান চক্রে (২০২৩-২০২৪) এই শর্ত পূরণ হয়নি ২ দশমিক ২০ শতাংশ নির্বাচিত উপকারভোগীর ক্ষেত্রে। উপকারভোগী নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকর যাচাই বাছাই ও মনিটরিং এর ঘাটতির কারণে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি দেখা যায়, যা যাচাই বাছাইয়ে উঠে এসেছে। সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই বাছাই সঠিকভাবে না করার পেছনে রয়েছে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অনিয়ম দুর্নীতি যা ভিডব্লিউবির উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া Single Registry MIS এর অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। যাচাই বাছাইয়ের এ ত্রুটির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক স্বচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উপরোক্ত ব্যত্যয় বিবেচনা নিয়ে, যাচাই বাছাই কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্যে এই কর্মসূচিতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্যতার শর্তাবলি এবং অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকারের শর্ত বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসনের ঘাটতি মোকাবিলায় ১৫টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো– অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে এবং তা আবেদন ফরমেও উল্লেখ করতে হবে; ত্রুটিমুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিটিতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করতে হবে; উপকারভোগীর নামের তালিকায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কারা নিয়োগ পাবে, তাদের যোগ্যতার শর্তাবলি পরিপত্রে তদন্ত কমিটির নিয়োগের শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে; কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিপত্রের আলোকে সকল কমিটির সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ইউনিয়নভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুঃস্থ নারীর তালিকা করতে হবে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং আনুপাতিক হারে ইউনিয়নভিত্তিক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে; আবেদন-প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-কে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি-সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩; ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****